প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

"মুজিববর্ষের সেবা নিন
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সহজ ঋণ"

পরিপত্রনং-৩৩ /২০২১

তারিখঃ২২.১১.২০২১

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

বিষয়ঃ নারী উদ্যোক্তা কর্মসংস্থান ঋণের আওতায় বিদেশগামী নারী কর্মীদের "নারী অভিবাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২১" এবং বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের "নারী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২১" অনুমোদন প্রসঙ্গে।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের গত ০২.১১.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮৪তম সভায় নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে "নারী উদ্যোক্তা কর্মসংস্থান ঋণের আওতায় বিদেশগামী নারী কর্মীদের "নারী অভিবাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২১" এবং বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের "নারী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২১" অনুযায়ী নতুন ঋণ সেবা চালুকরণের প্রস্তাবনা পর্ষদের সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।

"নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বল্পে সুদে ঋণ সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে নারী উদ্যোক্তা কর্মসংস্থান ঋণের আওতায় বিদেশগামী নারী কর্মীদের "নারী অভিবাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২১" এবং বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের "নারী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২১"(পরিশিষ্ট-"ক") অনুযায়ী বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

০২. ০১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ হতে বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করতে হবে।

০৩. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক নারীদের দেশে ও বিদেশে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিদেশগামী নারী কর্মীদের এবং বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের জন্য এ ঋণ সেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সকল শাখা ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

০৪. বর্ণিত ঋণদ্বয় CBS বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকের প্রচলিত অভিবাসন ঋণ এবং পুনর্বাসন ঋণের বিদ্যমান সফটয়্যার এর মডিউলে পোষ্টিং প্রদান করতে হবে।

০৫. এমতাবস্থায়,"নারী উদ্যোক্তা কর্মসংস্থান ঋণের আওতায় বিদেশগামী নারী কর্মীদের "নারী অভিবাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২১" এবং বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের "নারী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২১"নীতিমালা, ২০২১"এর অনুমোদন কপি সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ নীতিমালা ১১ (এগারো) পাতা।

(মোঃ মারফত আলী)
উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রেষণে) ও
বিভাগীয় প্রধান

সকল শাখা ব্যবস্থাপক
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

অনুলিপিঃ
০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও পরিচালন) মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও পরিচালন) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৪। মহাব্যবস্থাপক (আইসিসি, আইটি ও পরিচালন) মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(মহাব্যবস্থাপক (আইসিসি, আইটি ও পরিচালন) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৫। বিভাগীয় প্রধান (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। বিভাগীয় প্রধান, আইটি বিভাগ (সিষ্টেম), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৭। অফিস কপি।

নারী উদ্যোক্তা কর্মসংস্থান ঋণ

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী। বৈষম্যমূলক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার কারণে নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সম্পদ, তথ্য ও যোগাযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে পারে না। অত্র ব্যাংক নারীদের দেশে ও বিদেশে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিদেশগামী নারী কর্মীদের "নারী অভিবাসন ঋণ, ২০২১" বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের "নারী পুনর্বাসন ঋণ, ২০২১" নীতিমালা প্রনয়ণ করা হলো।

নারী অভিবাসন ঋণ

বাংলাদেশী কোন নারী নাগরিক চাকুরীর উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেশে গমন করিলে অর্থ্যাৎ ওয়েজ আর্নারের জন্য কোন নারী বিদেশ গমন করিলে সে ক্ষেত্রে ব্যাংক ঐ নারীর ঋণের আবেদনের প্রেক্ষিতে সহজ শর্তে জামানত ব্যাতিরেকে ঋণ প্রদান করবে যা "নারী অভিবাসন ঋণ, ২০২১" হিসাবে আখ্যায়িত হবে।

(১) ব্যাংক ঋণ পাওয়ার যোগ্যতাঃ

ক) বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে;
খ) শাখার অধিক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
গ) বয়স সাধারনত: ১৮ বৎসর বা তদুর্দ্ধ হতে হবে;
ঘ) অন্য কোন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ এনজিও অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি যোগ্য বিবেচিত হবে না;
ঙ) উম্মাদ, দেউলিয়া, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামী ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

(২) ঋণের আবেদন ফরমঃ

ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনকারীকে বিনামূল্যে আবেদন ফর্ম বিতরণ করতে হবে।

(৩) ডকুমেন্টেশন ফিঃ

ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ০.৫০% ডকুমেন্টেশন ফি প্রদান করতে হবে এবং ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ডকুমেন্টেশন ফি নগদ আদায় করতে হবে।

(৪) ঋনের গ্যারান্টার/জামিনদারের যোগ্যতাঃ

ঋণ পরিশোধে সক্ষম ঋণ আবেদনকারীর পিতা/মাতা/ভাই/বোন/স্বামী গ্যারান্টার হতে পারবেন। উল্লেখিত ব্যাক্তি ব্যাতিত ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন ব্যাক্তি যিনি চাকুরী/ব্যবসা বানিজ্য করেন তিনিও গ্যারান্টার হতে পারবেন। চাকুরী/ব্যবসা বানিজ্যে নিয়োজিত একজন গ্যারান্টার ০২ (দুই) জন ঋণ আবেদনকারীর গ্যারান্টার হতে পারবেন। প্রতিটি ঋণের জন্য ০২ (দুই) জন জামিনদার গ্রহণ করতে হবে।

(৫) আবেদনকারীর/গ্যারান্টারের স্থায়ী ঠিকানাঃ

নিজ নামে অথবা পিতা/মাতা/স্বামীর নামে যে এলাকায় বাড়ী থাকবে অথবা পাসপোর্টে/জাতীয় পরিচয়পত্র কার্ডে উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানা আবেদনকারীর/গ্যারান্টারের স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৬) মুনাফার হারঃ

মুনাফার হার হবে ৯% সরল সুদ। খেলাপী ঋণ গ্রহীতার হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণের পরবর্তী সময় নির্ধারিত সুদের হারের সাথে অতিরিক্ত ২% হারে সুদ চার্জ হবে।

(৭) ঋণ সীমাঃ

নারী অভিবাসন ঋণ সীমা সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা এবং বিমান টিকিট (রি-এন্টি ভিসা) সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ সর্বোচ্চ ২.০০(দুই) লক্ষ টাকা।

(৮) ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতঃ

নারী অভিবাসন ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার ইক্যুইটি বাধ্যতামুলক নয়।

(৯) ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধসূচীঃ

ঋণের মেয়াদকাল হবে ঋণ আবেদনকারী গমনেচ্ছুক দেশের ভিসায় উল্লেখিত চাকুরীর মেয়াদ বিবেচনা করে ০১ (এক) বছর হতে সর্ব্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর এবং পরিশোধসূচী হবে ২ (দুই) মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদ দিয়ে সমমাসিক কিস্তিতে আসল ও মুনাফাসহ কিস্তির পরিমান যা মঞ্জুরীপত্রে উল্লেখ থাকবে। বিমান টিকিট (রি-এন্টি ভিসা) সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ নারী অভিবাসন ঋণের মেয়াদ নির্বিশেষে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর।

(১০) ঋণ আবেদন নিষ্পত্তিঃ

ঋনের পরিমান যাই হোকনা কেন দরখাস্ত প্রাপ্তির ১০(দশ) দিনের মধ্যে ঋণ আবেদন নিষ্পত্তি করতে হবে। ঋন আবেদন গ্রহনযোগ্য না হলে ঋণ আবেদনকারীকে দ্রুত জানিয়ে দিতে হবে।

(১১) সঞ্চয়ী হিসাবঃ

ঋণ বিতরনের সময় ন্যুনতম ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা জমা গ্রহন করে হিসাব খুলতে হবে। এছাড়া ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু হলে ঋণীগণ এ হিসাবের মাধ্যমে বিদেশ হতে রেমিট্যান্স প্রেরণ করতে পারবেন। এজন্য সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহনপূর্বক তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(১২) ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতাঃ

যে কোন পরিমাণ ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের উপর ন্যাস্ত। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উপর আংশিক বা সামগ্রিকভাবে অর্পন (Delegation) করতে পারবেন। অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাময়িকভাবে রহিত/স্থগিত করতে পারবেন।

(১৩) হিসাব পদ্ধতিঃ

আলোচ্য ঋণের হিসাবায়ন বিদ্যমান অভিবাসন ঋণের অনুরূপ হবে। তবে CBS বাস্তবায়ন সাপেক্ষে EMI(Equal monthly installment) পদ্ধতিতে কিস্তি পুনঃ নির্ধারণ করা হবে।

(১৪) ঋণ আদায় কার্যক্রমঃ

ক) প্রবাসে গমনেচ্ছুক ঋণ গ্রহীতার নিকটতম ব্যাক্তি অথবা তার গ্যারান্টার (Principal Gurantor) কে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক কিস্তি পরিশোধকারীর নামসহ কিস্তি ফেরত প্রদানের অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

খ) গ্যারান্টার কর্তৃক ঋণ পরিশোধে অসুবিধা/বিলম্ব হলে যুক্তিসংগত কারন সহ তা যথাসময়ে জানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ) ঋনের কিস্তি আরম্ভ হওয়ার সঠিক তারিখ ঋণ গ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে জানানো হবে। তিনি ঐ সময় থেকে নিয়মিত ভাবে কিস্তি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

ঘ) রেমিটেন্স প্রেরণ কার্যক্রম প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত ঋণ গ্রহীতার হিসাব কার্যকর হবে এবং ঐ হিসাবের মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করার পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

ঙ) ঋণ গ্রহীতা চাকুরীতে যোগদানের সাথে সাথে দ্রুততার সহিত চাকুরীস্থল, নিয়োগকর্তার বিস্তারিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে অবগত করতে হবে।

চ) ঋণ আদায় নিবিড় পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় তদারককারী সংস্থা/ব্যাক্তি নিয়োগ করা যাবে।

ছ) কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির গ্যারান্টার (Principal Gurantor) এর ব্যর্থতা গণ্য করে ২য় গ্যারান্টারের মাধ্যমে তা আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জ) নিধারিত তারিখে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার বিষয় এসএমএস /পত্রের মাধ্যমে জানানো হবে এবং তাগাদা দেয়া হবে।

ঝ) নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায়ের সকল কলা কৌশল ব্যর্থ হলে ঋণ খেলাপির বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

(১৫) ঋণের চার্জ ডকুমেন্টঃ

১) ডিপি নোট

২) ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার

৩) লেটার অব গ্যারান্টি (তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি)

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন কাগজপত্র/ দলিলপত্রাদিঃ

১) বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তনের ঘোষনাপত্র

২) ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা

৩) ঋণ গ্রহীতার ঋণপ্রাপ্তি স্বীকারপত্র

৪) চেক জমা করণের স্মাকরলিপি/মেমোরেন্ডাম অব চেক, ঋণ গ্রহীতা/জামিনদার কর্তৃক সম্পাদিত

(১৬) অভিবাসন ঋণ আবেদনের প্রাক যোগ্যতামূলক কাগজপত্রঃ

ক) ঋণ আবেদনকারীর সদ্য তোলা ৩ (তিন) কপি পাসর্পোট সাইজের ছবি। ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানার পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের সার্টিফিকেট ফটোকপি।

খ) ঋণ আবেদকারীর জামিনদারের প্রত্যেকের সদ্য তোলা ২ কপি পাসর্পোট সাইজের ছবি। ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানার পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের সার্টিফিকেট এর ফটোকপি।

গ) জামিনদারদের যে কোন এক জনের স্বাক্ষরকৃত ০৩ টি চেকের পাতা (ঢাকার ক্ষেত্রে MICR চেক বাধ্যতামুলক) ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের হিসাবের সার্টিফিকেট (Statement of Account) অথবা হিসাব খোলার সার্টিফিকেট।

ঘ) আবেদনকারীর বিদেশের কর্মস্থলের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর/ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি (যদি সম্ভব হয়)।

ঙ) ম্যানপাওয়ার কার্ড বা বিএমইটি কর্তৃক ইস্যুকৃত স্মার্ট কার্ড এর ফটোকপি। বিমান টিকিট (রি-এ্যান্টি ভিসার) ক্ষেত্রে বাধ্যতাম্যলক নয়।

চ) পাসপোর্টের ফটোকপি।

ছ) ঋণ আবেদনকারীর নামে ব্যাংক হিসাবে থাকতে হবে এবং A/C Payee চেকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করতে হবে।

জ) ভিসার কপি (বাধ্যতামুলক), লেবার কন্ট্রাক পেপার (যদি থাকে বাধ্যতামুলক নয়)

ঝ) শুধুমাত্র স্থানীয় ভাষার ভিসার ক্ষেত্রে (ইংরেজী ভাষা ব্যাতীত) অনুবাদিত কপি।

(১৭) ঋণ ঝুকি আচ্ছাদন স্কীমঃ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রচলিত অভিবাসন ঋণের বিদ্যমান "**ঋণ ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম**" আওতায় এই ঋণের গ্রাহকগণের নির্ধারিত চাঁদা আদায় করতে হবে এবং দায় সমন্বয় করা হবে।

-----oo------

নারী পুনর্বাসন ঋণ

বাংলাদেশী কোন নারী নাগরিক চাকুরীর উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেশে গমন করার পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা নিয়োগদাতা কর্তৃক হয়রানির কারনে স্বদেশে ফিরে আসার পর স্বাবলম্বি হওয়ার ইচ্ছায় কোন ধরনের প্রকল্প/ব্যবসা শুরু করলে সে ক্ষেত্রে ব্যাংক ঐ নারীর ঋণের আবেদনের প্রেক্ষিতে সহজ শর্তে জামানতে বা জামানত ব্যাতিরেকে ঋণ প্রদান করবে যা "নারী পুনর্বাসন ঋণ, ২০২১" হিসাবে আখ্যায়িত হবে।

(০১) ঋণ পাওয়ার যোগ্যতাঃ

ক) বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে;
খ) প্রকল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এলাকায় অবস্থিত শাখায় ঋণের আবেদন করতে হবে;
গ) বয়স সাধারনত: ১৮ বৎসর বা তদুর্দ্ধ হতে হবে;
ঘ) প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি যুক্ত থাকতে হবে;
ঙ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্য অথবা বানিজ্যিক ব্যবসা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা থাকতে হবে;
চ) অন্য কোন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ এনজিও অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি যোগ্য বিবেচিত হবে না;
ছ) বিদেশ হতে ফেরত এসেছেন মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকতে হবে;
জ) উম্মাদ, দেউলিয়া, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামী ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

(০২) ঋণের আবেদন ফরমঃ

ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনকারীকে বিনামূল্যে আবেদন ফর্ম বিতরণ করতে হবে।

(০৩) ডকুমেন্টেশন ফিঃ

ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ০.৫০% ডকুমেন্টেশন ফি (সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা) প্রদান করতে হবে এবং ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ডকুমেন্টেশন ফি নগদ আদায় করতে হবে।

(০৪) ঋনের গ্যারান্টার/জামিনদারের যোগ্যতাঃ

ঋণ পরিশোধে সক্ষম ঋণ আবেদনকারীর পিতা/মাতা/স্বামী/ভাই/বোন/নিকটতম আত্নীয় এবং ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন ব্যক্তি যিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল ও সমাজে গণ্যমান্য তিনিও গ্যারান্টর হতে পারবেন।

(০৫) আবেদনকারীর/গ্যারান্টারের স্থায়ী ঠিকানাঃ

নিজ নামে অথবা পিতা/মাতা/স্বামীর নামে যে এলাকায় বাড়ী থাকবে অথবা জাতীয় পরিপত্র কার্ডে উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানা আবেদনকারী/গ্যারান্টারের স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে বিবেচিত হবে।

(০৬) শাখার অধিক্ষেত্রের বাহিরের আবেদনকারীকে ঋণ প্রদানঃ

ঋণ গ্রহীতা শাখা অধিক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা না হলে ও প্রকল্প/ব্যবসা ঠিকানা যে শাখার আওতাধীন সে শাখা হতে ঋণ প্রদান করা যাবে তবে ঋণ গ্রহীতার স্থায়ী ঠিকানায় অবস্থিত প্রবাসি কল্যাণ ব্যাংকের শাখায় উক্ত গ্রাহকের কোন ঋণ আছে কিনা এবং তার স্থায়ী ঠিকানা সঠিক আছে মর্মে সংশ্লিষ্ট শাখার প্রত্যয়ন গ্রহন করতে হবে।

(০৭) মুনাফার হারঃ

মুনাফার হার হবে ৭%সরল সুদ। খেলাপী ঋণ গ্রহীতার হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণের পরবর্তী সময় নির্ধারিত সুদের হারের সাথে অতিরিক্ত ২% হারে সুদ চার্জ হবে।

(০৮) ঋণ সীমাঃ

সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা।

(০৯) ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতঃ

ক) সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে কোন ইক্যুইটি প্রয়োজন নেই।

খ) ১,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে ঋণের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ইক্যুইটি শূন্য বিবেচনা করে অবশিষ্ট ঋণের উপর ইক্যুইটি হিসাবায়ন করতে হবে। ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাত হবে ৭০:৩০। তবে ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে কোন ঋণ গ্রহীতা বেশী ইক্যুইটি প্রদানে আগ্রহী হলে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

(১০) ঋণের উদ্দেশ্য/ খাতঃ

নিষিদ্ধ নয় এবং বানিজ্যিকভাবে লাভজনক উৎপাদনশীল /বানিজ্যিক/সেবামুলক যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঋণের খাত হিসাবে বিবেচিত হবে। নিম্নে খাত উল্লেখ করা হলো-

১। মৎস্য সম্পদঃ

- মৎস্য চাষ : কার্প জাতীয়
- মৎস্য চাষ : (পাংগাস)
- মৎস্য চাষ : (চিংড়ি)
- রেণূ পোনা উৎপাদন (পুকুরে)
- মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ
- মৎস্য চাষ (মিশ্র)
- থাই কৈ মাছ চাষ

২। প্রাণী সম্পদঃ

- দুগ্ধ খামার
- গরু মোটাতাজাকরণ
- ছাগল/ভেড়া/মহিষ পালন
- ব্রয়লার মুরগীর খামার
- লেয়ার মুরগীর খামার

৩। শিল্প-কারখানাঃ

- মৎস্য হ্যাচারী
- পোল্ট্রি হ্যাচারী
- কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা
- প্রাণী খাদ্য তৈরীর কারখানা
- মৎস্য খাদ্য তৈরীর কারখানা
- চিড়া/মুড়ি কল/শিল্প
- ধানের চাতাল/রাইস মিল
- বেকারী শিল্প
- ওয়েল মিল
- স'মিল
- ফলজাত খাদ্য শিল্প (জ্যাম, জেলী,জুস, আচার, সরবত, সিরাপ,সস)
- সুষম সার প্রস্তুতকারী শিল্প
- আটা,ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ
- ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যার
- স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডাইট্রোজ উৎপাদনকারীর শিল্প
- আইসক্রিম ফ্যাক্টরী
- গুড়া মসলা উৎপাদকারী শিল্প
- সুগন্ধী চাল উৎপাদনকরণ
- ডাল প্রক্রিয়াজাতকরণ
- জর্দ্দা প্রস্তুতকারী
- নারিকেল তেল উৎপাদন
- বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ
- রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ
- চামড়া শিল্প

৪। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পঃ

- মৃৎ শিল্প

- কামারের কাজ
- ব্লক-বাটিক প্রিন্টিং
- গ্রামীণ স্যানিটারী-ল্যাট্রিন তৈরী
- তাঁত শিল্প
- কাঠের/স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী
- রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারী শিল্প
- কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী
- মোমবাতি/আগরবাতি/গোলাপজল/দাঁতের মাজন/কয়েল তৈরী
- বাঁশ ও বেত শিল্প
- যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা
- ক্ষুদ্র প্রিন্টিং এবং সাইনবোর্ড তৈরী
- চামড়াজাত শিল্প
- শুটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণ
- আইসক্রিম/বরফকল

৫। অন্যান্য উৎপাদনশীল প্রকল্পঃ

- মাশরুম চাষ
- সবজি চাষ
- সেরিকালচার (রেশম চাষ)
- ফল চাষ
- মৌমাছি চাষ
- নকশীকাঁথা তৈরী
- পান বরজ
- নার্সারী
- ফুল চাষ

৬। সেবা খাতঃ

- সেলুন/লন্ড্রি
- বিউটি পার্লার এন্ড হারবাল ট্রিটমেন্ট
- পাওয়ার টিলার
- কম্পিউটার সেবা
- ফটোকপি সেবা
- টিভি/ভিসিআর/বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/মোবাইল ফোন মেরামত
- গ্রামীণ যানবাহন
- সেলাই মেশিন
- লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং/গাড়ী মেরামত ওয়ার্কসপ
- ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ক্লিনিক/দন্ত চিকিৎসা
- স্টুডিও
- শিক্ষা সেবা (কোচিং সেন্টার/কিন্ডার গার্টেন)
- ক্যাবল অপারেটরস্
- জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ
- কমিউনিটি সেন্টার
- বিনোদন পার্ক
- আবাসিক হোটেল
- পর্যটন কটেজ
- সোলার পাওয়ার
- সাইবার ক্যাফে

০৭। বাণিজ্যিক খাতঃ

- মুদি/মনোহরী
- ডিপার্টমেন্টাল স্টোর

- কাপড়ের ব্যবসা/তৈরী পোষাক ব্যবসা
- প্রাণী খাদ্য/মৎস্য খাদ্য বিক্রয়
- ধান/চাল/অন্যান্য কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়
- সার/বীজ/কীটনাশক ব্যবসা
- পার্টসের দোকান
- ইলেকট্রিক সামগ্রী
- ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী
- ঔষধ ব্যবসা
- শুটকি মাছ ব্যবসা
- পাথর উত্তোলন ও বিক্রয়
- বালি ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা
- পুরাতন লোহালক্কর (স্ক্রেপ/ভাঙ্গারী) ব্যবসা
- জুতার ব্যবসা
- ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়
- হার্ডওয়্যার ব্যবসা
- হোটেল/রেস্টুরেন্ট ব্যবসা
- আসবাবপত্র বিক্রয়

০৮। জমি, গৃহ নির্মাণ, প্লট বা ফ্লাট ক্রয়

(১১) চলতি মুলধন ও স্থায়ী মুলধনঃ

প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে চলতি মুলধন এ ঋণ প্রদান করা হবে। স্থায়ী মুলধন এ ঋণ প্রদান পরিহার করতে হবে।

(১২) ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধ সূচীঃ

ঋণের প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, আকার ও সম্ভাব্য সুদ এবং ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর নির্ধারণ করা হবে।

পুণর্বাসন ঋণের আওতায় প্রকল্প ভিত্তিক ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধ সূচীর নমুনা

ক্রম	প্রকল্পের ধরন	ঋণের মেয়াদ	গ্রেস পিরিয়ড	ঋণ পরিশোধ-সূচী (সর্বোচ্চ)	বিতরণের সময়কাল	মন্তব্য
০১	ব্রয়লার মুরগীর খামার (১ দিনের বাচ্চা)	৩ বছর	১০ দিন	৪৫দিন পর পর ২৪ টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	-
০২	লেয়ার মুরগীর খামার (১ দিনের বাচ্চা)	৩ বছর	১৮০দিন (৬মাস)	৩০টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	মুরগীর বাচ্চার বয়স ও ঋণের আকার অনুসারে গ্রেস পিরিয়ড/সময়কাল পরিবর্তনশীল।
০৩	মৎস্য খামার (রুই জাতীয়)	২ বছর	২৭০দিন (৯মাস)	১৫টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	
০৪	মৎস্য খামার (পাংগাস)	২ বৎসর	২৭০দিন (৯মাস)	৩টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	ঋণ বিতরণের ১ বছরের মধ্যে সুদসহ সমুদয় টাকা সমন্বয় করতে হবে এবং সমন্বয়ের কমপক্ষে ৫দিন পর পুনরায় একই পরিমাণ ঋণ বিতরণ করা যাবে।
০৫	চিংড়ি চাষ	২ বৎসর	২৭০দিন (৯মাস)	৩টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	
০৬	মনোসেক্স তেলাপিয়া	২ বৎসর	০৩ মাস	প্রতি ৩ মাস অন্তর ৩টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	
০৭	থাই কৈ	২ বৎসর	০৩ মাস	প্রতি ৩ মাস অন্তর ৩টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	
০৮	নার্সারী	২ বৎসর	২৭০দিন (৯মাস)	৩টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের মধ্যে গৃহীত ঋণ সুদসহ সমন্বয় করা না হলে ঘূর্ণায়মান সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।
০৯	দুগ্ধ খামার	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	১টি গাভী ক্রয় করে প্রকল্প স্থাপন করা হলে সর্বোচ্চ ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

১০	গরু মোটাতাজাকরণ	২ বছর	১১ মাস	১১ মাস পর এককালীন	বছরব্যাপী	ঋণ বিতরণের ১ বছরের মধ্যে সুদসহ সমুদয় টাকা সমন্বয় করতে হবে এবং সমন্বয় কমপক্ষে ৫ দিন পর পুনরায় একই পরিমাণ ঋণ বিতরণ করা যাবে। সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের মধ্যে গৃহীত ঋণ সুদসহ সমন্বয় করা না হলে ঘূর্ণায়মান সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।
১১	ব্লক ও বাটিক	৩ বছর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	----
১২	পশুপাখির খাদ্য তৈরী ও বিক্রয়	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	----
১৩	সব্জি চাষ	১বছর			বছরব্যাপী	সবজির ধরন ও ফসল তোলার সময় অনুযায়ী গ্রেস পিরিয়ড ও কিস্তি নির্ধারণ করতে হবে।
১৪	সেলাই মেশিন	৩	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৫	হালকা/লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৬	মুদি/ষ্টেশনারী দোকান/ডিপার্টমেন্টাল স্টোর/ঔষধের দোকান	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৭	টিভি, ভিসিআর ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামত কারখানা	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৮	সেলুন/লন্ড্রি	২ বৎসর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৯	মৃৎ শিল্প	২ বৎসর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২০	কাঠের/ষ্টীলের আসবাবপত্র তৈরী	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২১	তাঁত/বেনারসী তাঁত	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২২	রিক্সা/নৌকা/রিক্সা ভ্যান	২ বৎসর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৩	নকশী কাঁথা	৩ বৎসর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৪	কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৫	মোমবাতি/আগরবাতি/গোলাপ জল/দাঁতের মাজন তৈরী	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৬	পান বরজ	২ বছর	০৬ মাস	১৮টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৭	বাঁশ ও বেত শিল্প	৩ বৎসর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৮	গ্রামীণ স্যানেটারী তৈরী	২ বছর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৯	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩০	গাড়ী মেরামত ওয়ার্কসপ	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩১	ফাষ্ট ফুড/মিষ্টি তৈরী/ রেষ্টুরেন্ট	৩ বছর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩২	ক্ষুদ্র প্রিন্টিং/সাইন বোর্ড তৈরী	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৩	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৪	ডেকোরেটর	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৫	পাওয়ার টিলার	২ বছর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৬	হোটেল/রেষ্টুরেন্ট	৩ বছর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৭	বেকারী	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৮	জমি, গৃহ নির্মাণ, প্লট ও ফ্ল্যাট	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	---

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত খাতের বাইরে কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড, পরিশোধ সূচী নির্দেশনা অনুযায়ী যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

(১৩) ঋণ আবেদন নিষ্পত্তিঃ

ঋনের পরিমান যাই হোকনা কেন দরখাস্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ঋণ আবেদন নিষ্পত্তি করতে হবে। ঋন আবেদন গ্রহনযোগ্য না হলে ঋণ আবেদনকারীকে দ্রুত জানিয়ে দিতে হবে।

(১৪) হিসাব খোলাঃ

ঋণ বিতরণের পূর্বে অত্র ব্যাংকে ন্যূনতম ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা জমা করে চলতি হিসাব/ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা জমা করে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং অন্য যে কোন তফসিলি ব্যাংকে চলতি হিসাব/সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে।

(১৫) ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতাঃ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতা সর্বোচ্চ ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উপর আংশিক বা সামগ্রিকভাবে অর্পন (Delegation) করতে পারবেন। অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাময়িকভাবে রহিত/স্থগিত করতে পারবেন।

২। ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা পরিচালনা পর্ষদ।

(১৬) ঋণ বিতরণ পদ্ধতিঃ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মঞ্জুরীকৃত ঋণ ০১টি কিস্তির মাধ্যমে এবং ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ন্যূনতম ০২টি এবং সর্বোচ্চ ৫টি কিস্তির মাধ্যমে উদ্যোক্তার নামে A/CPayee/Order চেকের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। প্রতিটি কিস্তির অর্থ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী কিস্তি বিতরণ করতে হবে ।

(১৭) হিসাব পদ্ধতিঃ আলোচ্য ঋণের হিসাবায়ন বিদ্যমান অভিবাসন ঋণের অনুরূপ হবে। তবে CBS বাস্তবায়ন সাপেক্ষে EMI(Equal monthly installment) পদ্ধতিতে কিস্তি পুনঃ নির্ধারণ করা হবে।

(১৮) ঋণের জামানতঃ

ক) জামানতবিহীন ঋণঃ জামানতবিহীন ঋণ সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ২ **(দুই)** জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নিজ নামীয় ০৩ (তিন) টি স্বাক্ষরিত চেকের পাতা নিতে হবে।

খ) জামানতসহ ঋণঃ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হতে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে সহজামানত গ্রহণ করতে হবে এবং ঋণ গ্রহিতা/গ্যারান্টারের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাইয়ের প্রমাণপত্র হিসাবে হাল খাজনার দাখিলাসহ জমির মূল দলিলপত্রাদি (এসএ/আরএস/বিএস/সিটি জরিপ পর্চা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মিউটেশনের কপি) ঋণ বিতরণের পূর্বে ব্যাংকের হেফাজতে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ১ **(এক)** জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নিজ নামীয় ০৩ (তিন) টি স্বাক্ষরিত চেকের পাতা নিতে হবে। ঋণের জামানত সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রাদি স্বতন্ত্র নথিতে শাখার নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষন করতে হবে।

গ) ঋণের পরিমাণ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হলে ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা/গ্যারান্টরের মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রি মর্টগেজমূলে ব্যাংকের অনুকূলে দায়বদ্ধ থাকবে। পাশাপাশি আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্তে রেজিস্টার্ড আমমোক্তারনামা নিতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ১ **(এক)** জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঋণের জামানত সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রাদি স্বতন্ত্র নথিতে শাখার নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষন করতে হবে।

ঘ) একজন গ্যারান্টর সর্বোচ্চ দুইজন ঋণগ্রহীতার গ্যারান্টর হতে পারবেন সেক্ষেত্রে গ্যারান্টরের ঋণ পরিশোধে সক্ষমতা থাকতে হবে।

(১৯) ৩,০০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে ঋণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা/গ্যারান্টারের নিকট হতে গৃহিতব্য কাগজপত্র/দলিলপত্রঃ-

০১। ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রেঃ-

এসএ খতিয়ান, সর্বশেষ জরিপের খতিয়ান এবং ঐ খতিয়ান নিজের নামে না থাকলে ওয়ারিশ সার্টিফিকেট ও মিউটেটেড খতিয়ান।

০২। কবলা/দানপত্র/লীজ/দেওয়ানী আদালতের ডিক্রি সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রেঃ-

(ক) কবলা/দানপত্র/লীজপত্র/দলিলের মুলকপিআদালতের রায় ডিক্রির সহিমোহর নকল।

(খ) কবলা/দানপত্র সূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হলে অন্যান্য খতিয়ানের সাথে দলিল গ্রহীতার নামের খারিজা মিউটেটেড পর্চা। আদালতের ডিক্রিসূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হলে সেক্ষেত্রে মিউটেটেড পর্চা আসল অথবা সহির মোহর নকল।

গ) মূল দলিলের অবর্তমানে ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রেঃ মূল দলিল হারিয়ে গেলে বা কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা দলিল রেজিস্টার অফিস হতে উত্তোলন করা না হলে রেজিস্টার্ড মর্টগেজ গ্রহণপূর্বক সর্বোচ্চ ৫.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত নিম্নলিখিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে সার্টিফাইড কপির ভিত্তিতে মঞ্জুরী করা যেতে পারে, যেক্ষেত্রে মর্টগেজ করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরি করার আইনগত সুযোগ নেই।

I) মূল দলিল হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে থানায় জিডি এন্ট্রি এবং দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে;

II) মূল দলিল হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্টেট এর আদালতে এফিডেবিট করতে হবে;

III) মূল দলিল রেজিস্টার অফিস হতে সময়মত উত্তোলন না করার কারণে তা রেজিস্টার কর্তৃক বিনষ্ট করা হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে মূল দলিল নষ্ট হয়েছে মর্মে রেজিস্টার প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করতে হবে;

IV) মূল দলিল রেজিস্টার অফিস হতে বের না হয়ে সেক্ষেত্রে মূল দলিল উত্তোলনের জন্য এস.আর.ও (দলিল উত্তোলনের রশিদ) এর মূল কপি ঋণ নথিতে সংরণ করতে হবে ও সার্টিফাইড কপি ও এস.আর.ও (দলিল উত্তোলনের রশিদ) এর বিপরীতে ঋণ বিতরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। অত:পর মূল দলিল রেজিস্টার অফিস হতে যথাসময়ে সংগ্রহের পর উহা ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে;

V) রেভিনিউ অফিস ও রেজিস্টার অফিস তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট শাখাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, আবেদনকারীর প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তি ইত:পূর্বে হস্তান্তর বা বন্ধক দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে নন-এনকামব্রান্স সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে;

VI) শাখা কর্তৃক প্রস্তাবিত জামানতি সম্পত্তি সরেজমিনে তদন্ত করে জমির স্বত্ব দখল সঠিক আছে মর্মে নিশ্চিত হতে হবে;

VII) হালনাগাদ খাজনা রশিদ গ্রহণ করতে হবে;

VIII) ঋণ আদায়ের অধিকতর নিশ্চয়তা বিধানকল্পে ঋণ গ্রহীতার অন্য কোন সম্পত্তি থাকলে বা গ্যারান্টারের মালিকানাধীন অন্যান্য সম্পত্তির প্রয়োজনে বিক্রয় করে ঋণ আদায় করা যাবে মর্মে ঋণ গ্রহীতা অথবা/এবং গ্যারান্টারের নিকট হতে ৩০০/- টাকার নন্-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ এবং সম্পত্তিটি হস্তান্তর হয়নি এবং দখল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

(ঘ) জামানতি সম্পত্তির বিষয়ে আইনগত মতামতঃ

৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতি সম্পত্তির আইনগত মতামত গ্রহন করতে হবে। আইনগত মতামতের সুপারিশ যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

(ঙ) রেজিষ্ট্রি বন্ধক গ্রহনঃ

৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতি সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি বন্ধক করতে হবে।

(চ) দায়-মুক্তি সনদ গ্রহন (সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস হতে)

৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য (প্রয়োজন বোধে) দায়-মুক্তি সনদ গ্রহন করা যাবে। ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতি সম্পত্তির দায়-মুক্তিসনদ গ্রহন করতে হবে।

(২০) বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য নির্ধারনঃ

বন্ধকী সম্পত্তির বাজারমুল্যে এবং মৌজা মূল্য এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম তার ন্যূনতম ১.৫০ গুন সহজামানত হিসেবে নিতে হবে। ভূমি ও অবকোঠামোর মুল্য পৃথক পৃথক ভাবে নির্ধারন করতে হবে।

(২১) পল্লী এলাকার বসতবাড়ী বন্ধকী হিসাবে গ্রহনঃ

ভুমি সংস্কার বিষয়ক ১৯৮৪ সনের ১০ নং অধ্যাদেশের আওতায় পল্লী এলাকার বসতবাড়ীর মালিককে আইনের কোন বিধান দ্বারা উচ্ছেদ করা যাবেনা। তদপ্রেক্ষিতে, পল্লী এলাকার বসতবাড়ী বন্ধক হিসাবে গ্রহন করা সমিচীন হবেনা।

(২২) ঋণের চার্জ ডকুমেন্টঃ

ক) ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রেঃ

১। ডিপি নোট-৫০ টাকার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

২। প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সকল অস্থাবর সম্পত্তি/মালামাল ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে রাখার জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হাইপোথিকেশন ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

৩। **Letter of continuity**-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

৪। **Letter of disbursement**-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।

৫। **Letter of arragement**-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।

৬। ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।

৭। **Memorandum of cheque**-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।

৮। তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

৯। ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহণে সম্মত আছে এ মর্মে ঋণগ্রহীতার সম্মতিপত্র **(Letter Of consent)** নিতে হবে।

১০। মেমোরেন্ডাম অফ টাইটেল ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

খ) ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ঋণের ক্ষেত্রেঃ

উপোরোক্ত (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঋণের চার্জ ডকুমেন্টসহ নিম্নবর্ণিত দলিলপত্রাদি সম্পন্ন করতে হবে।

১। ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে এবং রেজিষ্টার্ড বন্ধকী দলিল ও আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে।

২। বন্ধকদাতা তৃতীয় পক্ষ হলে বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি এবং ১ম শ্রেণীর হাকিম আদালতে হলফনামা নিতে হবে। রেজিষ্টার্ড বন্ধকী দলিল এবং আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে।

(২৩) পূণর্বাসন ঋণ আবেদনের প্রাক যোগ্যতামূলক কাগজপত্রঃ

ক) ঋণ আবেদনপত্র (নির্ধারিত ফরমে);

খ) আবেদনকারীর সদ্য তোলা ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি/পাসপোর্ট/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র;

গ) হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (যদি না থাকে কারন উল্লেখ করতে হবে);

ঘ) প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরনসহ প্রকল্পের ঠিকানা (আয়-ব্যয় বিবরনী সহ)। নতুন প্রকল্প হলে সম্ভাব্য আয়-ব্যয় বিবরণী আগামী ০২ (দুই বছরের);

ঙ) প্রকল্পের স্থানঃ

১) ভাড়া/লীজের চুক্তিপত্রের ফটোকপি এবং Letter of Disclaimer **নিতে হবে;**

২) নিজস্ব হইলে মালিকানার প্রমানপত্র;

চ) পুরানো প্রকল্প হলে ২ বছরের লাভ লোকসান হিসাব;

ছ) প্রকল্পে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব বিনিয়োগের ঘোষণাপত্র;

জ) জামানতি সম্পত্তির ফটোকপি;

ঝ) বিদেশ থেকে প্রত্যাগমন সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রের ফটোকপি;

ঞ) প্রশিক্ষন/অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

ট) ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ-

১) ব্যক্তিগত ঋণের বিবরণ। (অন্য কোন ঋণ থাকলে তার বিবরণী)

২) কোন সংস্থা, এনজিও, ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে থাকলে তার বিবরণ।

৩) ঋণ খেলাপী কিনা (হ্যাঁ/না)

(২৪) সিআইবি রিপোর্টঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি ব্যুরোর সাথে Agreement না হওয়া পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতাদের সিআইবি রিপোর্ট ব্যতীত অত্র নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে।

-------o-------